দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 DEC 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

রাজধানীর প্রায় সব সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ পদ এখন মন্ত্রী সচিবদের স্ত্রী বা স্বজনের দখলে

শিক্ষা ক্যাডারে টালমাটাল॥ অনেকে বিদায় নিচ্ছেন অসময়ে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

রাজধানীর কোন সরকারী কলেজে মন্ত্রী-সচিবের স্ত্রী বা স্বজন নেই? এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে কোন না কোন মন্ত্রী বা সচিবের প্রভাব, দাপট ও তদ্বির স্পর্শ করেনি। রাজধানীর দু'তিনটি সরকারী কলেজ বাদে সব ক'টিরই অধ্যক্ষ পদ এখন মন্ত্রী-সচিবদের স্ত্রী ও স্বজনের দখলে। অন্যায় ও বৈষম্যমূলকভাবে স্রেফ মন্ত্রী-সচিবকে খুশি করতে সিনিয়রিটি পদদলিত করে জুনিয়রকে এনে বসানো হচ্ছে অধ্যক্ষ পদে। অধ্যক্ষ ছাড়াও অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও লেকচারার পদে গ্রাম থেকে টেনে আনা হচ্ছে মন্ত্রী-সচিবের স্বজন। মেধাবী ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষকদের রাজনৈতিক কারণে বা তদ্বিরের কেউ না থাকায় পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

রাজধানীর প্রায় সব

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রত্যন্ত অঞ্চলে। একের পর এক এসব ঘটনায় শিক্ষা ক্যাডারে শুরু হয়েছে টালমাটাল অবস্থা। কেউবা ৩০ বছর শিক্ষকতা করে মানসম্মান বাঁচাতে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন। কেউ কেউ অসহায় অবস্থায় মুখ বুজে সহ্য করছেন যাবতীয় অনিয়ম। সারা জীবন, সততার সঙ্গে শিক্ষকতা করে চোখ থেকে লোনা জল ছেড়ে এবং সৃষ্টিকর্তার ওপর বিচারের ভার দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছেন অনেকে।

শিক্ষা ক্যাডারে মন্ত্রী-সচিবের স্ত্রী ও স্বজনদের দৌরাত্ম্য স্মরণকালের রেকর্ড ছাড়িয়েছে। এলপিআরে যাবার এক সপ্তাহ আগে ঢাকা কলেজ থেকে অধ্যক্ষ হাসান আলীকে উপাধ্যক্ষ হিসাবে বদরুন্নেছায় বদলি করে সরকারের প্রভাবশালী এক মন্ত্রীর স্ত্রীকে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ করার মতো ঘটনাও ঘটেছে। সরকারী জগন্নাথ কলেজে এক সচিবের স্ত্রীকে সিনিয়রিটি ডিঙ্গিয়ে অধ্যক্ষ করার প্রতিবাদে শিক্ষক নেতা কফিলউদ্দিন চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। ঢাকা কলেজ থেকে অন্যায়ভাবে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বদলি করায় চাকরি ছেড়েছেন অধ্যক্ষ এএসএম আলম। এদিকে একই দ্বীপজেলার এক মন্ত্রীর স্ত্রী ইডেনের এবং একজন প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রী মিরপুর বাঙলা কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছেন। এ ছাড়া সরকারী বদরুন্নেছা, তিতুমীর, কবি নজরুল ও হোম ইকোনমিকস কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে যাঁরা আছেন তাঁরা কোন না কোন মন্ত্রী বা সংসদ সদস্যের আত্মীয়-স্বজন।

সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষা ক্যাডারের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ পদ। প্রফেসর হাসান আলী ঢাকা কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দেন পহেলা ডিসেম্বর ২০০২। এক সপ্তাহের ব্যবধানে হাসান আলীকে বদরুন্নেছা কলেজে ভাইস প্রিন্সিপাল হিসাবে বদলি করা হয়। গত ৮ ডিসেম্বর হাসান আলী অধ্যক্ষের চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে বদরুন্নেছায় উপাধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দেন। দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, বৃহস্পতিবারই হাসান আলী এলপিআরে চলে গেলেন। একজন শিক্ষককে প্রায় তিন দশক চাকরি করার পর এভাবে অপমানজনক বিদায় দেয়ার দৃষ্টান্ত বিরল। এ ব্যাপারে অধ্যাপক হাসান আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোন ধরনের মন্তব্য করতে চাননি। এদিকে এত সব ঘটনা ঘটিয়ে হাসান আলীকে বিদায় করে সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর স্ত্রীকে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ করা হয়েছে। বেশ কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষককে ডিঙ্গিয়ে এবং একজন শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ দু'সপ্তাহ থাকতে তাঁকে তাড়িয়ে অধ্যক্ষ হবার ঘটনা শিক্ষা ক্যাডারে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। রাজধানীর অন্যান্য কলেজে যাঁরা অধ্যক্ষ হিসাবে আছেন তাঁদের দু'-একজন ছাড়া সবাই কোন না কোন মন্ত্রী বা এমপির আত্মীয়। এই পরিচয়ে তাঁরা ঢাকায় এসেছেন এবং অধ্যক্ষ হয়েছেন। অধ্যক্ষ ছাড়া রাজধানীর এমন কোন কলেজ নেই যেখানে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক বা সহকারী অধ্যাপক হিসাবে মন্ত্রী-এমপির কোন না কোন আত্মীয়-স্বজন নেই।

প্রফেসর এএসএম আলম ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে সুনামের সঙ্গে উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। এর পর তাঁকে ঢাকা কলেজের উপাধ্যক্ষ করা হয়। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে তাঁকে ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত অঞ্চল গৌরীপুর সরকারী কলেজে বদলি করা হয়। রাগে ও দুঃখে প্রফেসর আলম চাকরির মেয়াদ দু'বছর থাকতে স্বেচ্ছায় অবসরে গেছেন। তাঁকে ঢাকা কলেজ থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বদলি করার উদ্দেশ্য ছিল অন্যায়ভাবে এক শিক্ষককে সুযোগ করে দেয়া। অনুরূপভাবে জগন্নাথ কলেজ থেকে স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন প্রফেসর কফিলউদ্দিন। তাঁর জুনিয়র হলেও সরকারের এক প্রভাবশালী সচিবের স্ত্রীকে জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ করা হয়েছে। একজন শিক্ষক নেতা হিসাবে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কফিলউদ্দিন প্রতিবাদ করেছেন বলে জানা যায়। ঢাকার বাইরে থাকায় এই শিক্ষক নেতার বক্তব্য নেয়া যায়নি।

মন্ত্রী-এমপির স্ত্রী-আত্মীয় ঢাকায় আনা, অধ্যক্ষ করা, পদোন্নতি দেয়া ছাড়াও শিক্ষা ক্যাডারে নানা অনিয়ম ও বৈষম্য চলছে। এলপিআরএ যাবার দেড় বছর পর একটি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সরকারের ঘনিষ্ঠদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়ায় তাঁদের নিচে থাকা অধ্যাপকরা শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসতে পারছেন না। এই প্রথম নিয়ম ভেঙ্গে বরিশালের বেসরকারী পাতারহাট কলেজের অধ্যক্ষকে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে।